গান্ধী–চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা

শ্যামাপ্রসাদ কুন্ডু

গান্ধীকে আমাদের দেশে দু'ভাবে ব্যবহার করা হয়। (এক) যারা কংগ্রেসী ঘরণার রাজনীতি করেন তাঁরা মার্ক্সীয় দর্শনের প্রতিবাদী দর্শন হিসাবে গান্ধীজীর চিন্তা ও ধ্যানধারণা ও কিছু উক্তিকে ব্যবহার করেন। সাধারণত: এদের অধিকাংশেরই গান্ধীজীর চিন্তা, ধ্যানধারণা ও বক্তব্যের সঙ্গে পরিচয় নেই, বহুলপ্রচারিত কিছু গান্ধীজীসম্পর্কিত কথাবার্তা মুখস্ত করে এবং নিজেদের কিছু মতামতকে গান্ধীদর্শন বলে চালাবার এরা চেষ্টা করে থাকেন। এদের ব্যক্তিগত চরিত্রগঠনে আচার আচরণে এবং প্রাত্যাহিক জীবনযাত্রায় গান্ধী–প্রভাবের লেশমাত্র নেই, তবুও রাজনীতির খাতিরে এরা গান্ধীজীর নামকে ব্যবহার করতে ভুল করেন না। (দুই) আর অন্য একদল লোক, যাঁরা নিজেদের বামপন্থী যুক্তিবাদী রাজনীতির প্রথম সারির নেতা বলে দাবি করেন –তাঁরা প্রকাশ্যে গান্ধীজীর গুণকীর্তন করেন কৌশল হিসেবে এবং নিজস্ব দলীয় কর্মীদের কাছে বুর্জোয়া সমাজের অবক্ষীয় চিন্তানায়ক হিসেবে গান্ধীজীকে চিত্রিত করে থাকেন। প্রথমোক্তরা খানিক অভ্যাস ও খানিক প্রয়োজনে নিজেদের গান্ধীবাদী হিসেবে জাহির করেন আর দ্বিতীয় দলের লোকেরা ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের মনে গান্ধীজীর সতত উপস্থিতিকে অস্বীকার করতে না পেরে গান্ধীজীকে অঅকরে ধরে আছেন। হিশেব এবং প্রয়োজন দু'তরফেই। এই দুটি ধারার পাশাপাশি আর এক দুটো ক্ষীণধারা–প্রবাহ মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে একদল যাঁরা, পাশ্চাত্য শিক্ষা–প্রাপ্ত বুদ্ধিজীবী, তাঁরা গান্ধীজীর সরল কিছু উক্তি ও বিশ্বাসকে আধুনিক যুগের পটভূমিকার অসার যুক্তিহীন, এমনকি ক্ষেত্রেবিশেষে পরস্পরবিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। আর কে দল মানুষ আছেন যাঁরা এ দেশের সনাতন হিন্দু ঐতিহ্যে জা রত তাঁরা গান্ধীজকিে একজন আধুনিক বুদ্ধ বা চৈতন্য বা ঐ জাতীয় কোন যুগপুরুষ বা মহাপুরুষ হিসাবে বিশ্বাস করে সন্নিষ্ট ভক্তের ন্যায় নীরবে সারাজীবন ধরে গঠনমুলক কাজে আত্মনিয়োগ করে আছেন। এদের সংখ্যা নগন্য, আঙ্গুলে গোনা যায়, কিন্তু এরা আছেন।

এ সব কিছুর মূলে কিন্তু একটা সত্য নিহিত আছে তা হোল যে কোন কারণেই হোক ভারতীয় মানসীকতা থেকে গান্ধীজীকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। পৃথিবীর অনেক দেশেই স্বাধীনতার লড়াই হচ্ছে, লেনিন, মাও, কাস্ত্রো থেকে শুরু করে হো–চি–মিন পর্যন্ত ইতিহাসের দীর্ঘ পরম্পরা আমাদের সামনে রয়েছে এরা সকলেই লড়াই–এ নেমে যে কোন মূল্যে জয়ী হতে চেয়েছেন, জিতেছেন ও অনেকে। কিন্তু এ এক বিরল মানুষ যিনি সত্য ও অহিংসার–বিনিময়ে কোন দিন কিছু অর্জন করতে ঘৃণাবোধ করতেন, এমনকি হাজার হাজার বছর পরাধীন থাকতে তিনি রাজী ছিলেন যদি স্বীধীনতা অর্জনের জন্য সত্য এবং অহিংসাকে বিসর্জন দিতে হয়। এমন লোকের সঙ্গে লড়াই করা যায় না, কেননা এঁকে ঠকানো মানে শেষ বিচারে নিজেকে ঠকানো। ইংরেজে মত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধা হয়েছিল।

তিনি বিশ্বাস করতেন ''আপন আদর্শের প্রতি অবিচল বিশ্বাসে উদ্ধপ্ত মুষ্টিমেয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তিও ইতিহাসের গতি পরবির্তন করতে পারে।'' ব্যাক্তি–মানুষের অসীম ক্ষমতায় তিনি আস্থাশীল ছিলেন। এই ক্ষমতা বলতে আত্মিকক্ষমতার কথা বুঝিয়েছিলেন। অদম্য ইচ্ছাশক্তিই আমাদের জন্য সব স্বর্গ জয় করে এনে পারে যদি আমরা সত্যের প্রতি অবিচল থাকি। আমাদের নির্ভীক হতে হবে কেননা, ''যেখানে ভয় সেখানে ধর্মের অস্তিত্ব নেই।'' বারবার তাঁর চিন্তায় ও উক্তিতে ধর্মের প্রসঙ্গ এসেছে। ধর্ম বলতে তিনি প্রচলতি আচরিক ধর্মকে বোঝান নি,

এমনকি ''আধ্যাত্মিকতার অর্থ শাস্ত্রগ্রন্থ সম্বন্ধে জ্ঞান ও দার্শনিক আলোচনা নয়। এর জন্য অন্তরে অমিত শক্তির অনুশিলন চাই। আধাত্মিকতার জন্য সর্বাগ্রে নির্ভীকতা দরকার। ভীরুরা কখনও নীতিপরায়ণ হতে পারে না।" কথাগুলি কি খুবই অপ্রাসঙ্গকি?

গান্ধীজীর বিরুদ্ধে একটা প্রচলিত অভিযোগ, তিনি ঘোরতরভাবে হিন্দু এবং সেই কারণে গোঁড়ামিযুক্ত সেকেলে লোক। তাঁর সমাজচিন্তায় তাই মূলত: রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের ছবি বারবার ফুটে ওঠে। প্রেম ও ত্যাগের বাণী তিনি প্রচার করেছেন, রাজনীতির আঙিনায় অনাবশ্যকভাবে ঈশ্বরকে টেনে এনেছেন। এ অভিযোগ পুরোনো। এ অভিযোগের প্রতিবাদ করাও অপ্রয়োজন। গান্ধীজীকেই আবার মনে করা যাক, ''আমি নিজে গোঁড়া হিন্দু হওয়া সত্বেও আমার ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে খ্রীষ্টান মুসলমান ও জরথুস্ত্রের শিক্ষার কোন বিরোধ দেখিনা... কিন্তু আমরা ধর্মবিশ্বাস উদার...যথাসম্ভব অধিকার ঔদার্যের উপর আমার ধর্মবিশ্বাস আধারিত। কোন মানুষকে চরমতম ধর্মান্ধতার জন্যও আমি নিন্দা করতে পারি না; কারণ তাঁকে আমি তাঁরই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করবার চেষ্টা করি।" স্বাধীনতার প্রত্যুষে ধর্মান্ধ আততায়ীর গুলিতে যিনি প্রাণ দিয়েছেন, যাঁকে সমালোচনা করার জন্য তাঁর অন্যক্ষেত্রে উক্তিগুলিকে আমরা বেছে নিয়ে থাকি, তাঁরা এই বক্তব্যকে অন্তত বিশ্বাস করা উচিৎ। আজকের মোরাদাবাদ, আলিগড় এবং ঐন্যত্র সাম্প্রদায়িকতার যে উগ্র আত্ম–প্রকাশ আমাদের শংকিত করছে, তখন এই বিরল 'গোড়া' ধর্মবিশ্বাসী মানুষটির অভাব কি খুব প্রবলভাবে অনুভূত হয় না? তবুও গান্ধীজী প্রাসঙ্গিক নয়?

প্রসাঙ্গস্তরে আসা যাক। যারা বিরোধী তাদের কথা থাকে। কেননা তাদের অন্য পথপ্রদর্শক আছেন। কিন্তু যাঁরা তাঁর নাম ভাঙিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন/আসছেন, তাঁরা তার কতটুকু মূল্য দিচ্ছেন? তাঁদের চিন্তায়, আচরণে, রাষ্ট্রপরিচালনায় সর্বত্রই গান্ধীজী অনুপস্থিত। তাঁর বিসর্জন একেবারে সম্পুর্ণ। অতঃপর শুধু নাম জপ করে যাওয়া কারণে অকারণে – কিন্তু প্রয়োজনে, ব্যক্তিগত এবং দলীয়। গণতন্ত্র আমরা উত্তরাধিরাক সূত্রে পাই নি। আমাদের দেশে গণতন্ত্রের কোন পরম্পরাগত ঐতিহ্য নেই। পাশ্চাত্ত্য চিন্তা এদেশে আসে মূলতঃ ইংরেজের সঙ্গে। রাষ্টীয় গণ্তন্ত্রের ভাবনাও এসে পড়ে সেইসঙ্গে। আধুনিক অনেকেই অনেকভাবে তার ব্যাখ্যা করেছেন, ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আজও, আভ্যন্তরীণ জাতীয় নিরাপত্ত অর্ডিন্যান্স জারী হবার পরেও আমাদের শুনতে হচ্ছে ১৯৭৫ সালের মতই, যে গণতন্ত্রের স্বার্থেই এটা করা হয়েছে। গণতন্ত্রে সংজ্ঞা কি? আধুনিক সংজ্ঞা খোঁজার আগে দেখে নেওয়া যাক সনাতনপন্থী এই নি:সঙ্গ মানুষটি কি বলে গেছেন গণতন্ত্র সম্পর্কে।

''সত্যকার গণতন্ত্র বা জনগণের স্বরাজ অসত্য বা হিংসার পথে আসতে পারেনা। এর সোজা কারণ হোল এই যে এইরূপ পন্থা গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হচ্ছে বিরুদ্ধপক্ষীয়দের কন্ঠরোধ এমনকি একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সর্বপ্রকার বিরোধিতার অবসান ঘটান। ব্যক্তিস্বাধীনতার পথ এ' নয়। একমাত্র নির্ভেজাল অহিংসার পরিবেশেই ব্যাক্তিস্বাধীনতার পূর্ণতম বিকাশ সম্ভব।"

সদর্থে গণতন্ত্রের এমন চমৎকার ব্যাখ্যা আর কেউ দিতে পরেছেনে কি? উন্নাসিকরা 'নির্ভেজাল অহিংসা'র পরিবেশের তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিতে চাইবেন। গান্ধীজী ইউটোপিয়ান ছিলেন, তাঁর 'কল্পস্বর্গে' আমরা নাগরিক হতে পারব না শত চেষ্টা সত্ত্বেও। কিন্তু একটু চেষ্টা উদার ও সহনশীল করে গড়ে তোলার? কোথাও কোন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে কি? ভয় ও অবিশ্বাস এবং হতাশার পূঞ্জীভূত পাহাড় ক্রমশ: স্ফীত হচ্ছে। সরকার ভয় দেখাতে ব্যস্ত, বিরোধী পক্ষের তরফ থেকেও কোন সদর্থক প্রচেষ্টা নেই। বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা। দু' পক্ষের দূরত্ব যোজনব্যাপী। সুযোগ পেলেই দু'পক্ষেই ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। জয়প্রকাশ নারায়নের আশাহত

হতে সময লগে নি। ব্যক্তিস্বাধীনতা সংকুচিত করে মানুষকে আজ্ঞাবহ অশহায় যন্ত্রে পরিণত করতে সকলেই সচেষ্ট। উদাহরণ ঘরে বাইরে সর্বত্র। রাষ্ট্রযন্ত্র শক্তিশালী হয়ে উঠছে সর্বত্র। 'কল্যানকামী রাষ্ট্র' 'সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রে' পরিণত হচ্ছে। ব্যাক্তিস্বাধীনতা বিসর্জনের মূল্যে আমরা রাষ্ট্রকে আরও শক্তিশালী করে গড়ে উঠতে সাহায্য করছি।

এই অসাধারণ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিটি আজ থেকে ৫৫ বছর আগে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার এই দুর্লক্ষণ লক্ষ্য করে শংকিত হয়ে উঠেছিলেন, আমাদের জন্য, আগামী প্রজাতির জন্য এক অমোঘ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে গিয়েছিলেন, ''রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রতিটি প্রয়াস আমার মনে প্রচন্ড শংকা সৃষ্টি করে। কারণ এর দ্বারা বাহ্যত শোষণ হ্রাস পাবার দরুণ মঙ্গল হচ্ছে বলে মনে হলেও সকল প্রগতির মূল ব্যক্তিস্বর এর দ্বারা বিনিষ্ট হয়। সেইজন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধি মানব–সমাজের ভীষণতম ক্ষতিসাধন করে।'' বাহ্যঃত জরুরী অবস্থাকালে সাধারণ মানুষের মঙ্গলসাধনের একটা চেষ্টা হয়েছিল। ট্রেন ঠিকসময়ে চলেছিল, অফিসে–কারখানায় উৎপাদন বেড়েছিল, পণ্যমূল্যের ঊর্দ্ধগতি রোধ করা গিয়েছিল। আজ '৮০–তে এসেও এইসব তাৎক্ষণিক সুযোগসুবিধা পাবার জন্য আমরা লালায়িত। অঅমরা মনে মনে অনেকখানি প্রস্তুত হয়ে গেছি ভবিতব্যকে মনে নেবার জন্য। যে সম্পদ আমাদের আছে বলে অঅমাদের ধারণায় নেই তা হারাতেও আমাদের দুঃখ নেই, যদিও পরিবর্তে জিনিসপত্রের দাম কিঞ্চিৎ কমে –মনোভাবটা এইরকম। আমরা খোঁজও করতে রাজি নই কেন আজ চতুর্দিকে এই বিপুল ব্যর্থতা সরকারী তরফে। আমরা ব্যক্তি–স্বাধীনতার সবটুকু কেড়ে নিচ্ছে –নিক, ক্ষতি নেই, আমি প্রতিবাদ কোরব না কেননা প্রতিবাদে কোন ফল হয় না। তাছাড়া আধুনিক সভ্যতার গতি আজ এই দিকে অতএব যা হচ্ছে তা হতে দাও। কখন কোন এক বৃদ্ধ নীতিবাগীশ লোক কি বলেছিলেন – তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আমাদের চিন্তার এই জরত্ব যদি আমরা কাটিয়ে উঠতে না পারি তাহলে অঅমাদের জন্য যে ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে তা বোর তমসাচ্ছন্ন হতে বাধা। গান্ধী সেখানে অপ্রাসঙ্গিক। গান্ধীজীর কথাতেই উপসংহারে আস্‌ছি। ''অসংখ্য গ্রাম দ্বারা রচিত এই কাঠামো নিয়ত পরবির্তনশীল গ্রামগোষ্ঠী নিয়ে রচিত হবে। জীবন এখানে পিরামিডের মত হবে না, যার চূড়া দাঁড়িয়ে থাকে তলদেশের শক্তিতে।...'' আজ আমাদের জ্ঞাতসারেই আমরা ভারতবর্ষে একটা বিরাট পিরামিড গড়ে তুলেছি। এই পিরামিডের চূড়ায় যারা বসে আছেন তারা তলদেশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে চলেছেন। এই পিরামিডকে ভাঙা প্রয়োদ্মন আমাদের বাচা ও বাড়ার স্বার্থেই। গান্ধী–চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা, আজকের তিনে, এখানেই নিহিত।